আওয়ামী লীগের দূরত্ব বাড়ছে ১৪ দলের সঙ্গে

নতুন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে দলটির নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোটের শরিকদের। আওয়ামী লীগ শরিক দলগুলোকে বিরোধী দলের ভূমিকায় দেখতে চাইলেও তাতে রাজি হয়নি তারা। এরপর থেকেই ‘একলা চলো নীতি’তে হাঁটছে আওয়ামী লীগ। সে কারণে আওয়ামী লীগের নানা কর্মকান্ডের সমালোচনা করছেন শরিক দলের নেতারা।

জোট সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪-দলীয় জোট গঠিত হয় ২০০৪ সালে। এরপর তারা বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ আন্দোলন এবং পর পর গত তিনটি নির্বাচন একসঙ্গে করেছে। এর মধ্যে প্রথম দুই সরকারের মন্ত্রিসভায় শরিক দলগুলোর একাধিক নেতাকে মন্ত্রী করা হলেও এবারের মন্ত্রিসভায় তাদের কাউকে রাখা হয়নি। আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্বের সূত্রপাত সেখান থেকেই বলে জানা গেছে। আর বর্তমান পরিস্থিতি সামাজিক নানামুখী যে সমস্যা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে তা ১৪ দলকে উপেক্ষা করার ফলই বলে মনে করছেন জোট নেতারা।

এ প্রসঙ্গে ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগকে যেসব সমস্যা ফেস করতে হচ্ছে তা মূলত ১৪ দলকে উপেক্ষা করার ফলশ্রুতিতে ঘটনাগুলো জন্ম নিচ্ছে। করোনার মহাসংকটকালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে হাল, তা সামাল দেওয়ার মতো রাজনৈতিক মিত্রকে পাশে রাখেনি আওয়ামী লীগ। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি অনুপস্থিতির কারণে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কিংবা অশুভ শক্তির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার পাঁয়তারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন আওয়ামী লীগকেই ঠিক করতে হবে তারা কোন পথে এগোবে।’

শরিক জোটের নেতারা মনে করছেন, একচেটিয়া বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ নিজেই শরিকদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে। বিএনপিকে নিয়ে আওয়ামী লীগের ভাবনার কিছু নেই। বিএনপি যে পরিস্থিতিতে পড়েছে তা থেকে ঘুরে দাঁড়াতেই তাদের হিমশিম খেতে হবে। তাই শরিকদের পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই।

শরিক জোটের একাধিক নেতা জানান, শুধু সংসদ নির্বাচনই নয়, যে

কোনো নির্বাচন জোটগত হওয়া প্রয়োজন। তৃণমূলে যেসব জায়গায় জোটের অন্য দলের শক্তিশালী প্রার্থী আছে তা তাদেরকে ছাড় দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অতীতে কোনো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জোট শরিকদের ছাড় দেওয়ার নজির নেই। সেসব কারণে তৃণমূলে জোটের শরিকরা ক্ষুব্ধ। আগামী ডিসেম্বর থেকে পৌরসভা নির্বাচন হবে। এ নির্বাচনে জোটগত প্রার্থী দিতে চায় আওয়ামী লীগের শরিকরা। তবে আওয়ামী লীগের একলা চলো নীতির কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না বলেও মনে করেন জোটের একাধিক নেতা।

১৪-দলের একাধিক নেতা এও জানান, শরিকদের কেউ কেউ মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার আশা এখনো ছাড়েননি। তাই তারা চুপচাপ আছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্বের বিষয়ে গণমাধ্যমে কথাবার্তা বলে সরকারের বিরাগভাজন হতে চাইছেন না তারা।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, ‘যে সময় ১৪-দলীয় জোট গঠন করা হয়েছিল তখনই বলা হয়েছিল যুগপৎ আন্দোলন, সংসদ নির্বাচন ও সরকার গঠন একসঙ্গে হবে। অতীতে আমরা তাই করেছি। সে কারণে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। আগামীতে যেসব স্থানীয় সরকার নির্বাচন হতে যাচ্ছে বা হবে সেগুলো নিয়েও কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। এর মানে এই নয় যে, আওয়ামী লীগ ‘একলা চলো নীতি’ বা জোট শরিকরাও ‘একলা চলো’ নীতিতে চলছে। সেক্ষেত্রে ১৪-দলের শরিকদের শক্তিশালী প্রার্থী না থাকলে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হয়। আর জোটের প্রার্থী থাকলে তারা আলাদা নির্বাচন করে।’

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া বলেন, ১৪-দলীয় জোটের ফ্যাংশন বলতে কিছু নেই। আওয়ামী লীগ একচ্ছত্রভাবে দেশ পরিচালনা করছে। এখন নানা সামাজিক অপরাধ, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে। আমরা এগুলো সাপোর্ট করি না। সরকার দুর্নীতি বন্ধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সেটাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তাদের ছত্রছায়ায় বড় বড় দুর্নীতি-পুকুর চুরি হলো, সেগুলো বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, আমি জানি না, সরকার এখন ১৪ দল নিয়ে কী ভাবছে? আমরা এখন নিজ দল নিয়ে ভাবছি। কীভাবে মানুষের কল্যাণ করা যায়, সেগুলো চিন্তা করছি।’

ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন বলেন, ২৩ দফার ভিত্তিতে ১৪-দল গঠিত হয়েছিল। সেই ২৩ দফা ধরে নির্বাচন, সরকার

গঠন, যুগপৎ আন্দোলন সবকিছু হবে। এখন ১৪ দলের সে ভূমিকা নেই। সমাজে অন্যায় অবিচার-ব্যভিচার বাড়ছে। অন্যায়, ধর্ষণের বিরুদ্ধে ১৪-দলের কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা পারছি না। না পারার ফলে এক ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

১৪-দল যদি জোটগতভাবে ভূমিকা না রাখতে পারে তাহলে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। জানি না, এগুলো নিয়ে আওয়ামী লীগ কী ভাবছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জোটের দুই নেতা জানান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে ১৪-দল। বিরোধী দলের ভূমিকায় একাধিক দলকে সক্রিয় রেখে বিএনপিকে আরও চাপে রাখতে চায় আওয়ামী লীগ।
বিডি প্রতিদিন

বাংলাদেশি হ্যাকারদের আক্রমণে নাজেহাল ফ্রান্স, সতর্কতা জারি

বাংলাদেশি হ্যাকারদের ভয়ে ফ্রান্সজুড়ে সতর্কতা জারি করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশি হ্যাকার কমিউনিটি ‘সাইবার ৭১’ সহ বিভিন্ন দেশের হ্যাকারদের ক্রমাগত হ্যাকারদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ফ্রান্সের বিভিন্ন ওয়েবসাইট। ফলে বাধ্য হয়েই দেশটিতে জরুরি সাইবার সিকিউরিটি অ্যালার্ট জারি করেছে।

রবিবার টুইট করে এই জরুরি সতর্কতা জারি করে ফ্রান্সের সরকারি সাইবার ডিপার্টমেন্ট।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে ফ্রান্সের ওয়েবসাইট হ্যাক করতে শুরু করে হ্যাকাররা।

উল্লেখ্য, গত শনিবার মধ্যরাতের পর থেকে ফ্রান্সে সাইবার হামলার চালানো হয় বলে সাইবার ৭১ কমিউনিটির কয়েকজন সদস্য সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন।

হামলার শিকার হওয়ার ওইসব ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে দেখা গেছে সেগুলোতে প্রকৃত কনটেন্ট দেখা যাচ্ছে না। বরং হ্যাকারদের একটি বার্তা দেখাচ্ছে। তা হল- মহানবী (সা.)কে নিয়ে প্রকাশ্যে কটূক্তির প্রতিবাদে এই অপারেশন চালিয়েছে মুসলমান হ্যাকাররা। ফ্রান্সের সাইবার স্পেসে খুব বিপজ্জনক হামলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা চাওয়া হবে না, এই রকম হামলা চলতেই থাকবে।

ওয়েবসাইটগুলো হ্যাকের দাবি করা হয়েছে, ‘সাইবার ৭১’ এর ফেসবুক পেজেও।

সেখানে বলা হয়েছে, যে দেশে আমাদের রাসূল (সা.)কে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে সেই দেশের ওয়েবসাইটেই বাজছে এখন রাসূলের সম্মানে সংগীত। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সাইবার আক্রমণে ফ্রান্সের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কোম্পানির ওয়েবসাইটে সাইবার আক্রমণ পরিচালনা করেছে ‘সাইবার ৭১’ ফ্রান্স এই ন্যক্কারজনক কাজের জন্য ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত সম্মিলিত এই আক্রমণ চলতেই থাকবে। সবার আক্রমণই আমরা আপনাদের জন্য আপডেট করতে থাকব।

সাইবার ৭১ হ্যাকিং কমিউনিটির একজন সদস্য সংবাদমাধ্যমকে জানান, এখন পর্যন্ত ৪০ থেকে ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ওয়েবসাইটে আক্রমণ চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, সব আমরা প্রকাশ করিনি এখনও। সর্বশেষ মোট ৮টি ওয়েবসাইট প্রকাশ করেছি আমাদের অফিশিয়াল পেজে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে অবমাননা করার প্রতিবাদে এই সাইবার আক্রমণ করা হয়েছে। আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট টার্গেটে রেখেছি সেগুলোতেও হামলা করা হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সরকারি প্রাথমিকের শিক্ষকদের

বদলি বন্ধ

করোনাভাইরাস মহামারীর চলমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি বন্ধ করে দিয়েছে সরকার।

বদলি বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়ে রোববার নয়টি বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের বিভাগীয় উপ-পরিচালকদের চিঠি দেয়া হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত কারণে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষকদের সব ধরনের বদলি বন্ধ রাখা সমীচীন। এমতাবস্থায় করোনাকালীন বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষকদের সব ধরনের বদলি বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করা হল।

দেশের সব জেলা প্রাথমিক শিক্ষক কর্মকর্তা ছাড়াও উপজেলা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের চিঠির অনুলিপি পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, সারা দেশে ৬৫ হাজারের মতো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন লাখের বেশি শিক্ষক রয়েছেন।

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ, আবেদন করা যাবে বয়স ৩০ পার হলেও

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের আবেদন গত ২৫ অক্টোবর সকাল থেকে শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ৩০ বছর পূর্ণ হওয়া প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

করোনাভাইরাসের কারণে এ বছর ২৫ মার্চ যাদের ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে, সরকারি চাকরিতে তাদের আবেদনের সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

এ নিয়ে প্রজ্ঞাপনও জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ওই প্রজ্ঞাপনের আলোকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এ বছরের ২০ অক্টোবর বয়স সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩০ বছর হতে হবে। তবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও শারীরিক প্রতিবন্ধী আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২৫ মার্চে ৩২ বছর।

সহকারী শিক্ষকদের বেতন হবে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫-এর গ্রেড ১৩ অনুযায়ী ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা।

সম্প্রতি প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক পদে অনির্দিষ্টসংখ্যক জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের আবেদন ফি ১১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা বাদে দেশের বাকি সব জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

৯০ হাজার টাকা দামের ল্যাপটপ পাচ্ছেন এমপিরা

সংসদ সদস্যদের প্রত্যেককে প্রায় ৯০ হাজার টাকা দামের ল্যাপটপ দেয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে তারা পাচ্ছেন প্রায় ২০ হাজার টাকা দামের একটি প্রিন্টার মেশিনও। সেই প্রিন্টার মেশিনে স্ক্যানিংও করা যাবে। ৩৫০ জন এমপিকে পর্যায়ক্রমে এসব দেয়া হবে।

ইতোমধ্যে সংসদ ভবন থেকে তাদের মধ্যে ল্যাপটপ ও প্রিন্টার বিলি শুরু হয়েছে।

দশম জাতীয় সংসদে ফেরত দেয়ার শর্তে সংসদ সদস্যদের ল্যাপটপ দেয়া হলেও পরে আর তা ফেরত নেয়া হয়নি। এগুলোও ফেরত নেয়া হবে না বলে

জানা গেছে।

জানা গেছে, সংসদ সদস্যদের দাফতরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ ও প্রিন্টার দেয়া হচ্ছে। এজন্য তাদের কাছে চাহিদাপত্রও চাওয়া হয়েছিল। সংসদের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান স্বাক্ষরিত চিঠিতে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাহিদাপত্র চাওয়া হয়। ওই চাহিদাপত্র অনুযায়ী ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সংসদের কার্যালয় থেকে এসব বিলি করা হচ্ছে।

সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়ের ‘জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আইসিটি অবকাঠামো, মানবসম্পদ ও প্রযুক্তি দক্ষতা উন্নয়ন’ শীর্ষক একটি প্রকল্পের আওতায় সংসদ সদস্যদের এসব দেয়া হচ্ছে। মন্ত্রণালয় ল্যাপটপ ও প্রিন্টার কিনলেও বিতরণ করছে সংসদের আইটি বিভাগ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদের সহকারী একান্ত সচিব মো. মামুন হাসান বলেন, ‘ল্যাপটপ ও প্রিন্টার নেয়ার জন্য বিরোধীদলীয় নেতাকেও চিঠি দেয়া হয়েছে।’

বিগত দশম জাতীয় সংসদের শুরুর দিকেই সংসদ সদস্যদের ল্যাপটপ দেয়া হয়েছিল। তাদের তথ্য প্রযুক্তিমুখী করার জন্য এটা করছে সরকর। আর সংসদ সদস্যদের মধ্যে যারা ল্যাপটপ পরিচালনায় অদক্ষ, তাদেরকে আলাদা প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। তবে ল্যাপটপগুলো ফেরত দেয়ার কথা ছিল।

দশম সংসদের সংসদ সদস্যদের ১৩১ জন এবার নির্বাচিত হতে পারেননি। তাদের যে ল্যাপটপ দেয়া হয়েছিল সেগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায় এসব আর ফেরত নেয়া হচ্ছে না।

করোনায় আক্রান্ত রোনালদিনহো

মহামারী করোনাভাইরাস সংক্রমণের দিক থেকে শীর্ষ তিন দেশের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে আছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল।

করোনার বিস্ফোরণে দেশটি মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। দেশটির সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল অঙ্গনেও হানা দিয়েছে করোনা।

এবার প্রাণঘাতী করোনা থেকে রেহাই পেলেন না ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার রোনালদিনহো গাউচো।

পর্তুগিজ যুবরাজ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর করোনার থাবায় সবশেষ আক্রান্ত হলেন স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনার সাবেক এ ফরোয়ার্ড।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে রোববার রোনালদিনহো নিজের করোনায় আক্রান্তের খবর নিজেই জানিয়েছেন।

বর্তমানে তিনি ব্রাজিলের বেলো হরিজোন্তেতে নিজেকে সেলফ আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান তিনি।

এক ভিডিওবার্তায় রোনালদিনহো বলেছেন, ‘আমি শনিবার থেকে বেলো হরিজন্তে রয়েছি। এখানে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসেছি। আমার মধ্যে করোনার কোনো উপসর্গ ছিল না। কিন্তু আমার করোনা টেস্টে ফল পজিটিভ এসেছে।’

বর্তমানে তার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে জানিয়ে ভক্তদের দুশ্চিন্তা করতে না করেন রোনালদিনহো।

রোনালদিনহো বলেন, ‘আমি বেশ ভালো আছি। কোনো উপসর্গ নেই। কিন্তু যে অনুষ্ঠানের জন্য এসেছিলাম তা এখন আর হচ্ছে না। তবে শিগগিরই আমরা এক হব। সবার জন্য ভালোবাসা।’

আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারসে দেয়া সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ব্রাজিলে করোনা রোগীর সংখ্যা ৫৩ লাখ ৯৪ হাজার ১২৪ জন। মরামারীতে সেখানে এ পর্যন্ত মারা গেছে ১ লাখ ৫৭ হাজার ১৬৩ জন।

তথ্যসূত্র: গোল ডট কম, ইনস্টাগ্রাম

পোস্টিং আছে পদোন্নতি নেই

প্রশাসনে বর্তমানে ৫১টি গ্রেড-১ পদ থাকলেও বেশিরভাগ পদ পদোন্নতি ছাড়াই ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলছে। অর্থাৎ এসব পদে গ্রেড-২ ধাপের কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনোকষ্ট নিয়ে কাজ করছেন।

তারা মনে করেন, গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি দিয়েই একজন অতিরিক্ত সচিব অথবা সমমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা উচিত। অথচ এ ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হচ্ছে। কাউকে গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি দিয়েই পদায়ন করা হচ্ছে, আবার কাউকে পোস্টিং দেয়া হচ্ছে পদোন্নতি ছাড়াই।

এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এসব পদে জুনিয়র ব্যাচের কর্মকর্তাদের গ্রেড-১ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সিনিয়র ব্যাচের ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণের অভিযোগ প্রবল।

প্রসঙ্গত, মূলত প্রশাসনে সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ার পর একজন পদস্থ কর্মকর্তা জাতীয় বেতন স্কেলের সর্বোচ্চ গ্রেড-১ ধাপে উন্নীত হন। এর নিচে গ্রেড-২ অতিরিক্ত সচিব/সমমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত।

কিন্তু গত কয়েক বছরে নানা কারণে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তার সংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ায় সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ার চাপ বাড়তে থাকে। কিন্তু সরকার চাইলেও তাদের ৫০ ভাগ কর্মকর্তাকেও সচিব বানাতে পারবে না।

কেননা মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বাইরে সচিব করার সুযোগ নেই। এক সময় বড় মন্ত্রণালয় ছাড়া অতিরিক্ত সচিব পদায়ন করা হতো না। অর্গানোগ্রামে পদও ছিল না। কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে কমপক্ষে ৫-৬ জন অতিরিক্ত সচিব কাজ করছেন।

বেশিরভাগ অতিরিক্ত সচিব দায়িত্ব পালন করছেন উপসচিব অথবা যুগ্ম সচিবের চেয়ারে। অনেকে সিনিয়র সহকারী সচিবের চেয়ার/কক্ষে দায়িত্ব পালন করেই উপসচিব ও যুগ্ম সচিবের মতো ডাকসাইটে কর্মকর্তার গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল পার করেছেন, যা অনেক ক্ষেত্রে বিব্রত ও অমর্যাদাকর হলেও এটিই এখন বাস্তব চিত্র।

এ জন্য আর্থিক সুবিধাসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্নে সচিব

পদে পদোন্নতিযোগ্য অতিরিক্ত সচিবদের সচিবের পরিবর্তে গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি দেয়ার বিকল্প ফর্মুলা বের করা হয়।

প্রস্তাবটি সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর গেজেট আকারে এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রকাশ করা হয় ২০১৮ সালের ১১ জুন। ছোট্ট নীতিমালার সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিল নাম দিয়ে ১৮টি পদ সৃষ্টি করা হয়।

পরবর্তী সময়ে সৃষ্টি করা হয় আরও ১২টি পদ। প্রথমে প্রশাসন ক্যাডারের গ্রেড-২-এর প্রেষণ পদগুলো গ্রেড করা হলেও পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তার লাইনপোস্টের শীর্ষ পদগুলোকেও ধাপে ধাপে গ্রেড-১-এ উন্নীত করা হয়।

সেই থেকে গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি দেয়ার অভিনব যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু সৃষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী গ্রেড-১ যেহেতু পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট পদ, তাই ওই পদে কাউকে পদোন্নতি না দেয়া পর্যন্ত কেউ কর্মরত থাকলেও কিংবা পোস্টিং দিলেও তিনি গ্রেড-২-এর কোনো কর্মকর্তা হিসেবেই বিবেচিত হবেন। বর্তমানে এমন একটি সংকটই বিরাজমান।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী অতিরিক্ত সচিব তালিকা থেকে বর্তমানে গ্রেড-১ পদগুলোয় পদোন্নতি পেয়ে কাজ করছেন ১৬ জন কর্মকর্তা।

তবে এর বাইরে লাইন পোস্টের শীর্ষপদসহ আদার্স ক্যাডার থেকে বেশ কয়েকজন মহাপরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী ইতোমধ্যে গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

কিন্তু এখনও বেশ কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা গ্রেড-১-এর চেয়ারে দায়িত্ব পালন করলেও তারা পদোন্নতি পাননি। অনেকটা ভারপ্রাপ্ত সচিবের মতো তারা কাজ করে যাচ্ছেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সরকার যাকে গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি দেয়ার প্রয়োজন মনে করবে, তাকে এসএসবির বৈঠক থেকে ধাপে ধাপে পদোন্নতি দেয়া হবে।

সূত্র জানায়, যারা অতিরিক্ত সচিব পদে দীর্ঘদিন চাকরি করার পর সচিব নামক সোনার হরিণের দেখা পান না, তারা শেষমেশ গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি নিয়ে কিছুটা সান্ত্বনা পুরস্কার পাওয়ার মতো স্বস্তি পেতে চান।

তবে বর্তমানে এ রেসেও অনেকে টিকতে পারছেন না। কারণ পদসংখ্যা মাত্র ৫১টি। এটাকে বেশি টানাটানি করে বড় করারও উপায় নেই। কেননা, যেনতেন পদকে গ্রেড-১ হিসেবে সৃষ্টি করা যাবে না।

গ্রেড-১ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা পদগুলো হল : ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান, সিভিল সার্ভিস একাডেমির চেয়ারম্যান, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের মহাপরিচালক, কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদফতরের মহাপরিচালক পদ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশনের মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের মহাপরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, রসায়ন শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর চেয়ারম্যান, মহিলাবিষয়ক অধিদফতরের মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতরের মহাপরিচালক, পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ডাক বিভাগের মহাপরিচালক, প্রধান তথ্য অফিসার, প্রধান বন সংরক্ষক, গণপূর্তের প্রধান প্রকৌশলী, মৎস্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের মহাপরিচালক, সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের মহাপরিচালক, রেলওয়ের মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, কম্পোট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যন্স, পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক, খাদ্য অধিফতরের মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী, সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতরের মহাপরিচালক। এ ছাড়া আরও রয়েছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন আয়কর এবং শুল্ক আবগারির প্রত্যেক ক্যাডার থেকে ২টি করে ৪টি পদ।

বর্তমানে গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তারা হলেন: বাংলাদেশ টেলিভিশনের ডিজি এসএম হারুন অর রশিদ, পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক সুপ্রিয়া কুমার কুণ্ড, পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতরের মহাপরিচালক শাহান আরা বানু, এনডিসি, পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রাম চন্দ্র দাস, বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক ড. মো. নজরুল আনোয়ার, ওএসডি শাহাদাত হোসেন, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুল ফাত্তাহ, সোসিয়াল সার্ভিসেসের মহাপরিচালক শেখ রফিকুল ইসলাম, স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. রইচ উদ্দিন, প্রাথমিক গণশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালবক আলমগীর মোহাম্মদ মনসুরুল আলম, প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. আতিকুল ইসলাম, এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক রাশেদুল ইসলাম, মহিলা ও শিশুবিষয়ক অধিদফতরের মহাপরিচালক পারভীন আক্তার এবং চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সনদ কুমার সাহা প্রমুখ।

বাইরে ক্যারম বোর্ড, ভেতরে ক্যাসিনো

ঢাকার আশুলিয়ার কাইচাবাড়ি এলাকার একটি বাড়ির বাইরে প্রতিদিন ক্যারম বোর্ড খেলা চলত। আর এই খেলার আড়ালে বাড়ির ভেতরে চলত ক্যাসিনো বোর্ড বসিয়ে জুয়া খেলা। এতে অংশ নিত নিম্ন আয়ের মানুষ।

এখানে প্রতিরাতে ১০-১৫ লাখ টাকার জুয়া খেলা হয় হতো। জুয়াড়িদের চাঙ্গা রাখতে ছিল মাদক সেবনের ব্যবস্থা। গত দেড় বছর এভাবেই চলে আসছিল।

র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৪) শনিবার রাতে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে ওই জুয়ার আসর থেকে ২১ জনকে আটক করে। এ সময় ১০০ পিস ইয়াবা,

১২ ক্যান বিদেশি বিয়ার, ২২টি মোবাইল ফোন ও নগদ ৩৮ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।

র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিছুর রহমান ও সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার সাজেদুল ইসলাম সজলের নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়। রোববার দুপুরে রাজধানীর মিরপুর পাইকপাড়ায় র্যাব-৪-এর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক (সিও) অতিরিক্ত ডিআইজি মোজাম্মেল হক এ তথ্য জানান।

আটক ব্যক্তিরা হল: জামালপুরের মো. বিল্লাল (৩৮), সবুজ মিয়া
(২৮) ও শিপন (২০); ঢাকার মো. জুয়েল (২৮), মইদুল ইসলাম (৩২), মো. শরিফ (২৮), মো. এখলাছ (৩৫), মঈন মিয়া (২৮) ও দিয়াজুল ইসলাম (২০); টাঙ্গাইলের মো. লিটন (৪৫), ফরিদপুরের রবিউল মোল্লা (২৪), গাইবান্ধার আবু তালেব (২০), রংপুরের আবদুল আলিম (৩৫), জয়পুরহাটের আজাদুল ইসলাম (৫০), রাজবাড়ীর সোহেল মোল্লা (৩২), গাইবান্ধার আসাদুল ইসলাম (৩০) ও হাবিবুর রহমান (৪৭); নাটোরের মাসুদ রানা (২০), ময়মনসিংহের রুবেল মিয়া (৩৩), বরিশালের ফজলে রাব্বি (২২) ও নোয়াখালীর রনি ভূঁইয়া (২৫)।

মোজাম্মেল হক বলেন, ওই আসরে প্রতিরাতে ১০-১৫ লাখ টাকার জুয়া খেলা চলত। খেলতে আসাদের বেশিরভাগই নিæ আয়ের মানুষ। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই সেখানে জুয়া খেলা হয়। বাইরে ক্যারম বোর্ড প্রদর্শন করে ভেতরে চলত জুয়া খেলা। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার সময় হাতেনাতে ২১ জনকে আটক করা হয়।

র্যাবের ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানায়, তারা জুয়ার আসরে জনপ্রতি সর্বনিæ ১০০ টাকা থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত খেলত।

রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুয়ার আসরও জমে উঠত। জুয়ার আসর পরিচালনায় প্লাবন হোসাইন ও ওমর ফারুক নামে দুই ব্যক্তির নাম পাওয়া গেছে। তারা দু’জনই মালিক। দু’জনকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

আলমডাঙ্গায় ছাগল চোর গণপিটুনীর শিকার

আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়নের বলিয়ারপুর গ্রাম থেকে অটোতে তুলে ছাগল চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুই ছাগল চোরকে ধরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে দিয়েছে গ্রামবাসী। গতকাল বিকেলে ওই ঘটনা ঘটে। পরে ঘোলদাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে জনতার হাত থেকে দুই চোরকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করে।

আটককৃত চোর হল চুয়াডাঙ্গার আরামপাড়ার আসলামের ছেলে রুবেল ও ফার্মপাড়ার মৃত নুর ইসলামের ছেলে মঈনুদ্দিন। তারা চুয়াডাঙ্গা থেকে একটি অটো রিক্সা নিয়ে বলিয়ারপুর গ্রাম এলাকায় ছাগল চুরি করতে আসে।

ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই খালিদ হোসেন জানান, রবিবার বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে বলিয়ারপুর গ্রাম থেকে সংবাদ আসে দুইজন ছাগল চোরকে ধরে গ্রামবাসী আটকে রেখেছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে জনগণের কাছ থেকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, রুবেল ও মঈনুদ্দিন পেশাদার চোরচক্রের সদস্য। তারা একটি অটো নিয়ে দুপুরের দিকে বলিয়ারপুর গ্রাম থেকে মাঠের দিকে যেতে কিছুটা নির্জন রাস্তায় অবস্থান নেয়।

সুযোগ বুঝে ঘাস খেয়ে বেড়ানো দুইটি ছাগল ধরে তারা অটোতে তুলে নেয়। ছাগল তুলে নেওয়া দেখে ফেলে এক গ্রামবাসী। তার চিৎকারে পথচারীরা দৌড়ে আসলে চোর দু‘জন ছাগল দুটিকে অটো থেকে ছেড়ে দেয়।

এরপরও চোরকে ধরতে তাড়া দেয় জনতা। চোর দুজন জীবন বাঁচাতে অটো ফেলে মাঠের দিকে দৌড়ে পালাতে থাকে। জনগণও তাদের পিছু নিয়ে ধরে ফেলে। ধরে তাদেরকে গ্রামের ভেতর এনে গণপিটুনী দেওয়া হয়। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করে।

মোনাখালী কালী মন্দির পরিদর্শন করলেন ডাঃ শ্রী সুকুমার কর্মকার

সনাতন ধর্মালম্বীদের সর্ব বৃহৎ উৎসব ৫ দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসবের ৪র্থ দিন আজ তাই মুজিবনগরের বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন করেছেন মুজিবনগর উপজেলার পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডাঃ শ্রী সুকুমার কর্মকার।

রবিবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডাঃ শ্রী সুকুমার কর্মকার বিভিন্ন মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেন।

এসময় তিনি জানান, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন পূজা মন্ডপে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাক্স পরিধান করে শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসব পালন করে সেজন্য আমরা তাদেরকে সতর্ক করছি । যেনো এই বছরের শারদীয় দুর্গাপূজা ভালো ভাবে শেষ করতে পারি।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী কালী মন্দিরের সভাপতি নিরঞ্জন কর্মকার ও কৃষিবিদ বিজয় চন্দ্র, অনিমেষ কর্মকার, দীপক কর্মকার ,অজয় কর্মকার প্রমুখ।